ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশের সংস্কৃতি

শিৰার্থীরা যা জানবে–

- সংস্কৃতির ধারণা
- বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপাদান
- বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূ প ও বৈশিষ্ট্য
- বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধরন
- ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনে বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রভাব
- নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধারণ ও লালন

বিষয়–সংৰেপ

সমাজকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে তৈরি হয় নানা নিয়মকানুন, যা ধীরে ধীরে অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, শিৰা ইত্যাদিতে রূ প নেয়। সমাজের মানুষের আনন্দ, বিনোদন ও কল্যাণের জন্য তৈরি হলো নাচ, গান, সাহিত্য আরও কত কি। ফলে রচিত হয় সংস্কৃতির বস্তুগত ও অবস্তুগত রূ প।

বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. কোনটি বস্তুগত সংস্কৃতি?
● তৈজসপত্র ⓦ নৃত্যকলা ⓖ আচার–অনুষ্ঠান ⓘ সাহিত্য

২. বাংলাদেশের সংস্কৃতি বৈচিত্র্যময় কারণ–
i. ধর্মের ভিন্নতা ii. পেশার ভিন্নতা iii. ভৌগোলিক পরিবেশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓦ i ও ii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের দৃশ্যকল্প দেখে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

	ছোটদের, বড়দের, সকলের গরিবের, নিঃস্বের, ফকিরের আমার এ দেশ, সব মানুষের, সব মানুষের
দৃশ্যকল্প–১	দৃশ্যকল্প–২

৩. দৃশ্যকল্প–২ এর মাধ্যমে সংস্কৃতির কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?
● মানবতাবাদ ⓖ ধর্মবিশ্বাস ⓦ সাম্প্রদায়িকতা ⓘ বর্ণবাদ

৪. দৃশ্যকল্প ১ ও ২ হলো–
i. মানুষের চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ii. একটির সাথে অপরটি সম্পর্কযুক্ত
iii. উভয়েই সংস্কৃতির বাহ্যিক প্রকাশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓦ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ বাংলাদেশের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

অন্তরা বাবার সাথে গ্রামে বেড়াতে যায়। তার ফুফাতো বোন জুলেখার পছন্দ সকালে পান্তাভাত ও মাছ দিয়ে নাস্তা করা ও ভাটিয়ালি গান শোনা। নাস্তায় মাছ–ভাত খেতে দিলে অন্তরার মন খারাপ হয়। কারণ তার পছন্দ বার্গার, পরোটা মাংস। কলেজে পড়াশোনা শেষে তার সময় কাটে ইন্টারনেট ব্যবহার করে।

ক. বস্তুগত সংস্কৃতি কী?
খ. সংস্কৃতি স্থবির বিষয় নয় বরং পরিবর্তনশীল– ব্যাখ্যা কর।
গ. জুলেখার মাধ্যমে বাংলাদেশের কোন সংস্কৃতি ফুটে উঠেছে– ব্যাখ্যা কর।
ঘ. অন্তরার সংস্কৃতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব লৰ করা যায়– মতামত দাও।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংস্কৃতির যে সমস্ত উপাদান আমরা খালি চোখে দেখতে পারি, ধরতে পারি সেসব উপাদানকে বস্তুগত সংস্কৃতি বলে।

খ সংস্কৃতি নির্মাণে ভৌগোলিক পরিবেশ, আবহাওয়া, উৎপাদন পদ্ধতি ইত্যাদি বিশেষ ভূমিকা রাখে। ফলে একেক দেশের মানুষের সংস্কৃতি একেক রকম। আবার একটি দেশের মধ্যেও নানা ধরনের সংস্কৃতি বিকশিত হতে পারে। তাই সংস্কৃতি কোনো স্থবির বিষয় নয়, বরং পরিবর্তনশীল।

গ জুলেখার মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতি ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতি বেশ সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রধান খাদ্য ভাত–মাছ এখনও গ্রামের খাদ্যাভ্যাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ যা উদ্দীপকের গ্রামের মেয়ে জুলেখার মধ্যেও দেখা যায়। জারি, সারি, বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, বারমাস্যা, গম্ভীরা ইত্যাদি নানা আঞ্চলিক গানে ফুটে উঠে গ্রামের মানুষের হাসি–কান্না। ঠিক তেমনি জুলেখার মধ্যেও ফুটে উঠে এ ধরনের ভাটিয়ালি গান। গ্রামের মেলায় ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পালাগান, যাত্রাগান, কবিগান, কীর্তনগান, মুর্শিদি গান ইত্যাদির আয়োজন আধুনিক কালেও গ্রামের অনন্যতা বজায় রেখেছে। উদ্দীপকের জুলেখা সকালের নাস্তায় পান্তাভাত ও মাছ খায় এবং ভাটিয়ালি গান শোনে যা গ্রামীণ সংস্কৃতি প্রকাশ পায়। উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেৰিতে বলা যায়, জুলেখার মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতিই ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের অন্তরার সংস্কৃতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব লৰ করা যায়। শহরের পরিবেশ, খাদ্যাভ্যাস ও যান্ত্রিকতার জীবন বিশ্বায়ন ব্যবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ। শহরে গড়ে উঠেছে যন্ত্রনির্ভর সংস্কৃতি যা মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ ও গতিময় করেছে। উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা মানুষের সময়ের সাশ্রয় করেছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদার পরিপ্রেৰিতে সমস্ত প্রকার উৎপাদন প্রক্রিয়া শহর থেকেই পরিচালিত হয়। সুউচ্চ দালানকোঠা, কলের গাড়ি ইত্যাদি বিশ্বায়নের পথ পরিভ্রমণ করে। আজকাল সমস্ত কর্মকান্ড কম্পিউটারভিত্তিক পরিচালিত হয়। উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে শুরব করে সমস্ত ব্যবসায়িক, শিৰা কিংবা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যা বিশ্বায়নের নামান্তর। ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে এখন বহির্বিশ্বের সাথে খুব সহজেই যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। যেকোনো প্রকার সংবাদ, ব্যবসায়িক আলাপ–আলোচনা এখন কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে পরিচালিত ও সম্পাদিত হয়। উদ্দীপকে অন্তরাও তার পড়াশোনা শেষে ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সাথে নিজেকে পরিচিত করছে। উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেৰিতে বলা যায় যে, অন্তরার খাদ্যাভ্যাস ও সংস্কৃতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব লৰ করা যায়।

পরীক্ষা প্রস্তুতি

এ অংশে সংযোজন করা হয়েছে– সেরা স্কুলসমূহের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর, বিষয়ক্রম অনুযায়ী মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর এবং নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর। এ অংশের সঠিক অনুশীলন শিৰার্থীদের পরীৰা প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➲ পাঠ-১ : সংস্কৃতির ধারণা

➠ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৪৮

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **কোনটি কাজে লাগিয়ে মানুষ তার প্রয়োজন মেটাচ্ছে?** (জ্ঞান)
ক ধর্ম খ নাচ গ শিৰা ● প্রকৃতি

২. **কোনটির মাধ্যমে মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে?** (প্রয়োগ)
ক রাজনীতি ● সংস্কৃতি গ অর্থনীতি ঘ সামাজিক

৩. **মানুষ খাদ্যগ্রহণ করে কেন?** (অনুধাবন)
● বেঁচে থাকার জন্য খ মারা যাওয়ার জন্য
গ মানুষ হওয়ার জন্য ঘ সুখী হওয়ার জন্য

৪. **বর্তমানে বেশিরভাগ মানুষ কীসে লেখালেখির কাজ করে?** (অনুধাবন)
ক পাথরে খ পাতায় ● কম্পিউটারে ঘ মাটিতে

৫. **কাগজ–কলম → টাইপরাইটার → কম্পিউটার**
উক্ত ছকে কোনটি ফুটে উঠেছে? (উচ্চতর দৰতা)
● সংস্কৃতি খ আবিষ্কার গ লিখন পদ্ধতি ঘ কাজের গতি

৬. **হুমায়ুন আহমেদ তার চিন্তা–ভাবনা ও প্রজ্ঞা দিয়ে মিছির আলি চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন। তার লেখায় সংস্কৃতির কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে?** (উচ্চতর দৰতা)
● অবস্তুগত খ বস্তুগত গ চরিত্রগত ঘ মানবীয়

৭. **সংস্কৃতি কয় প্রকার?** (জ্ঞান)
● ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

৮. **বাড়িঘর কোন ধরনের সংস্কৃতি?** (জ্ঞান)
ক অবস্তুগত ● বস্তুগত গ ধর্মীয় ঘ ভাষাগত

৯. **অবস্তুগত সংস্কৃতির উদাহরণ কোনটি?** (জ্ঞান)
ক বাড়িঘর খ আসবাবপত্র
● কম্পিউটার সফটওয়্যার ঘ যানবাহন

১০. **ইংরেজি Culture শব্দের অর্থ কী?** (জ্ঞান)
ক গান খ নাচ ● সংস্কৃতি ঘ খেলাধুলা

১১. **সৌরভের মা সকালে আলু, কুমড়া, পটল ইত্যাদি চাল ও ডালের সাথে মিশিয়ে এক প্রকার সুস্বাদু খিচুড়ি তৈরি করে সবাইকে খাওয়ান। তার এ কাজটির পরিচয় কী?** (প্রয়োগ)
● সংস্কৃতি খ অপসংস্কৃতি গ পরিবেশ ঘ যোগ্যতা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২. **কম্পিউটারের সফটওয়্যার দ্বারা যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়–** (উচ্চতর দৰতা)
i. বস্তুগত সংস্কৃতি ii. অবস্তুগত সংস্কৃতি iii. অপসংস্কৃতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● ii গ i ও iii ঘ ii ও iii

১৩. **আদিমকালে মানুষ লিখত–** (অনুধাবন)
i. পাথর খোদাই করে ii. গাছের ছালে iii. পাতায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৪. **মানুষের আনন্দ বিনোদনের জন্য তৈরি হয়েছে–** (প্রয়োগ)
i. নাচ ii. সাহিত্য iii. পড়াশোনা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
আসিফ ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি সে এখন কম্পিউটারে গান–বাজনা, লেখালেখির কাজ ও ছবি আঁকে।

১৫. **অনুচ্ছেদে লেখালেখির এ পদ্ধতি কীসের অংশ?** (প্রয়োগ)
ক অর্থনীতির ● সংস্কৃতির গ রাজনীতির ঘ খাদ্যাভ্যাসের

১৬. **লেখালেখির উক্ত পদ্ধতির আগে মানুষ ব্যবহার করত–** (উচ্চতর দৰতা)
i. কাগজ ii. পেনসিল iii. কলম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii ● i ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ-২ : বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপাদান

➠ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৪৯

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৭. **সংস্কৃতির কিছু উপাদান আমরা খালি চোখে দেখি এবং ধরতে পারি। তাদেরকে কী উপাদান বলে?** (প্রয়োগ)
● বস্তুগত খ অবস্তুগত গ স্থির ঘ অপরিবর্তনীয়

১৮. **বাড়িঘর তৈরির জ্ঞান ও কৌশল কোন ধরনের সাংস্কৃতিক উপাদান?** (অনুধাবন)
ক সামাজিক খ রাজনৈতিক ● অবস্তুগত ঘ অর্থনৈতিক

১৯. **মানুষ কেন বস্তুগত সংস্কৃতির সৃষ্টি করেছে?** (অনুধাবন)
● নিজস্ব প্রয়োজনে খ সামাজিক প্রয়োজনে
গ অন্যের প্রয়োজনে ঘ অকল্যাণের জন্য

২০. **বস্তুগত সংস্কৃতি কোনটি বহন করে?** (অনুধাবন)
ক সাংস্কৃতিক বিনাশ ● সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য
গ সংস্কৃতির উত্থান ঘ সংস্কৃতির পতন

২১. **সাংস্কৃতিক উপাদান কত দিন স্থায়ী হয়?** (জ্ঞান)
ক কয়েক দশক খ কয়েক যুগ
● শত শত বছর ঘ হাজার হাজার বছর

২২. **বর্ণমালা ও ভাষা কোন ধরনের সাংস্কৃতিক উপাদান?** (জ্ঞান)
ক বস্তুগত ● অবস্তুগত গ নিরপেৰ ঘ অসামাজিক

২৩. **বস্তুগত ও অবস্তুগত সাংস্কৃতিক উপাদানের মধ্যে সম্পর্ক কেমন?** (অনুধাবন)
ক বিচ্ছিন্ন খ সুদূর প্রসারি ● অবিচ্ছিন্ন ঘ স্থির

২৪. **সৌরভা পোদ্দার জাদুঘরে গিয়ে শতবছরের পুরনো বস্তুগত সংস্কৃতির উপাদান দেখতে পেল। এতে সে কী ধারণা পেতে পারে?** (উচ্চতর দৰতা)
● পুরনো মানুষের পুরনো সংস্কৃতি খ পুরনো মানুষের অপসংস্কৃতি
গ পুরনো মানুষের আধুনিক সংস্কৃতি ঘ আধুনিক মানুষের অপসংস্কৃতি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৫. **নকশি কাঁথায় ফুটে উঠেছে–** (উচ্চতর দৰতা)
i. এদেশের নারী মনের চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ii. নারীদের শিল্পগুণ
iii. বাংলাদেশের সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬. **সংস্কৃতির উপাদানের প্রকারভেদ হলো–** (অনুধাবন)
i. স্থির উপাদান ii. বস্তুগত উপাদান
iii. অবস্তুগত উপাদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. **সংস্কৃতির অদৃশ্যমান উপাদানসমূহ হলো–** (অনুধাবন)
i. ধর্মীয় বিশ্বাস ii. ভাষা iii. আদর্শ ও মূল্যবোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জাবেদ ছুটির দিন জাতীয় জাদুঘরে যায়। জাদুঘর ঘুরে সে বিভিন্ন পোড়ামাটির ফলক, নকশি কাঁথা ও চাষাবাদের বিভিন্ন উপকরণ দেখতে পায়। এ সমস্ত উপাদানসমূহ আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ফুটিয়ে তোলে।

২৮. **অনুচ্ছেদে উলিৱখিত নকশি কাঁথার নকশাগুলো কোন ধরনের উপাদান?** (প্রয়োগ)
ক বস্তুগত খ পুরোনো গ আধুনিক ● অবস্তুগত

২৯. **বস্তুগত উপাদানের উদাহরণ হলো–** (উচ্চতর দৰতা)
i. বইপত্র ii. খাবার
iii. যানবাহন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ পাঠ-৩ ও ৪ : বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৫০

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩০. বাংলাদেশের ভূমি কেমন? (জ্ঞান)
ক অনুর্বর ● উর্বর গ পতিত ঘ বালুময়

৩১. এদেশের উর্বর ভূমি মানুষকে কী হতে সাহায্য করেছে? (অনুধাবন)
● কৃষিজীবী খ শিল্পপতি গ রাজনীতিবিদ ঘ জেলে

৩২. নানা জাতের মানুষ ও তাদের জীবনাচরণ এদেশের সংস্কৃতিকে কী করেছে? (অনুধাবন)
ক ভঙ্গুর খ এলোমেলো ● সমৃদ্ধ ঘ ঠিকানাবিহীন

৩৩. কোন ব্যবস্থাকে ঘিরে মানুষের আচার-আচরণ গড়ে উঠেছে? (প্রয়োগ)
● কৃষিভিত্তিক উৎপাদন খ শিল্পভিত্তিক উৎপাদন
গ নগরব্যবস্থা ঘ আন্তর্জাতিক উৎপাদন

৩৪. আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কোনটির ব্যবহার সবচেয়ে বেশি? (অনুধাবন)
ক হিরার খ মণি-মুক্তার গ স্বর্ণের ● মাটির

৩৫. কীসে গাছপালা ও জলাশয়ের অবদান বেশি? (অনুধাবন)
ক চিকিৎসায় খ বস্ত্রে ● খাদ্যে ঘ বাসস্থানে

৩৬. কীসের মাধ্যমে নদীর উপর নির্ভরশীল মানুষের জীবনের কথা উঠে আসে? (অনুধাবন)
ক জারিগানে খ লোকগানে গ আধুনিক গানে ● ভাটিয়ালি গানে

৩৭. যারা মাটি খুড়ে ফসল উৎপাদন করে তাদের কী বলে? (অনুধাবন)
ক জেলে ● কৃষক গ চালক ঘ নাপিত

৩৮. যারা মাটি দিয়ে হাড়ি-পাতিল তৈরি করে তাদেরকে কী বলা হয়? (অনুধাবন)
ক কামার ● কুমার গ তাঁতি ঘ মৎস্যজীবি

৩৯. কয়টি ভাষাগোষ্ঠী তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে এদেশে এসেছে? (জ্ঞান)
ক ২টি ● ৩টি গ ৪টি ঘ ৫টি

৪০. বাঙালি তার সংস্কৃতিতে কোনটিকে উপেৰা করতে পারেনি? (জ্ঞান)
ক রাজনীতিকে খ অর্থনীতিকে ● প্রকৃতিকে ঘ আবহাওয়াকে

৪১. কীসের জন্য নদীভিত্তিক পেশাসমূহ গড়ে উঠেছে? (জ্ঞান)
● নদীর নৈকট্যে খ নদীর দুরত্বে গ নদীর ধ্বংসলীলায় ঘ নদীভাঙনে

৪২. "মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে আমি আর বাইতে পারলাম না"- ভাটিয়ালি গানটিতে কী প্রকাশ পেয়েছে? (উচ্চতর দৰতা)
● বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূ প ও বৈশিষ্ট্য
খ বাংলাদেশের অপসংস্কৃতির স্বরূ প ও বৈশিষ্ট্য
গ বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপাদান
ঘ বাংলাদেশের সংস্কৃতির জনবৈচিত্র্য

৪৩. কোনটি আমাদের দেশে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে? (অনুধাবন)
ক মাছ ধরা খ কাপড় বুনন ● ধর্মবিশ্বাস ঘ বৃষ্টিপাত

৪৪. বাংলাদেশে কয়টি প্রধান ধর্ম আছে? (জ্ঞান)
ক ১টি খ ২টি গ ৩টি ● ৪টি

৪৫. এদেশে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করে কোন আমলে? (জ্ঞান)
ক সেন আমলে খ মোঘল আমলে ● পাল আমলে ঘ সুলতানি আমলে

৪৬. এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন কারা? (জ্ঞান)
● সুফি-সাধকরা খ ভিক্ষুরা গ পুরোহিতরা ঘ সন্ন্যাসীরা

৪৭. ঔপনিবেশিক শাসকদের হাতে এদেশে কোন ধর্ম বিস্তার লাভ করে? (জ্ঞান)
ক ইসলাম খ সনাতন ● খ্রিস্টান ঘ বৌদ্ধ

৪৮. আরিফের বাবা মাছ ধরার জন্য নিজ হাতে একটি জাল বুনেন এবং তা দিয়ে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। তার এই পেশাটি কীসের ভিত্তিতে গড়ে উঠে? (প্রয়োগ)
● কৃষি খ নদী গ বায়ু ঘ মাটি

৪৯. 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'- উক্তিটি কে লিখেছেন? (জ্ঞান)
ক দীননাথ খ দৰিণারজন মিত্র
● চন্ডীদাস ঘ দীনেশচন্দ্র সেন

৫০. বাঙালি সংস্কৃতির প্রধান সুর কোনটি? (জ্ঞান)
ক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ● মানবতা গ সাংঘর্ষিক ঘ হিংসাত্মক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫১. যেসব গানে কৃষির কথা থাকত- (অনুধাবন)
i. রাখালিয়া ii. জারি-সারি iii. ভাটিয়ালি
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫২. মাটি দিয়ে যেসব জিনিস তৈরি হয়, তা হলো- (অনুধাবন)
i. হাড়ি-কলস ii. দা-কাচি
iii. পোড়ামাটির পলক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৩. নদনদীর নৈকট্যের কারণে যেসব পেশা গড়ে উঠেছে- (প্রয়োগ)
i. মাঝি ii. জেলে iii. শিৰক
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৪. পাল আমলে বিস্তার লাভ করে- (উচ্চতর দৰতা)
i. ইসলাম ii. বৌদ্ধধর্ম iii. হিন্দুধর্ম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৫. বাঙালি সংস্কৃতির রয়েছে- (প্রয়োগ)
i. প্রকৃতির সাথে বসবাসের দীর্ঘ ঐতিহ্য
ii. মানুষের কাছ থেকে পাওয়া সংস্কৃতি
iii. বিভিন্ন ধর্মের প্রেরণা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৫৬. বাংলার প্রকৃতি হলো- (অনুধাবন)
i. সমৃদ্ধ ii. খামখেয়ালিপনা iii. অসমভাবাপন্ন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৭ ও ৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
স্বপনদের গ্রামের অধিকাংশ লোক কৃষিকাজ করে। এছাড়াও অনেকে মাছ ধরে, কেউবা তাঁত বোনে, কেউবা মাটি দিয়ে নানা জিনিসপত্র তৈরি করে।

৫৭. অনুচ্ছেদে কীসের কথা উলেৰখ করা হয়েছে? (প্রয়োগ)
● বাঙালির পেশা খ বাঙালির ধর্ম গ বাঙালির উৎসব ঘ বাঙালির কৃষ্টি

৫৮. স্বপনদের গ্রামের মতো বাংলাদেশে অধিকাংশ মানুষের কৃষিকাজে জড়িত থাকার কারণ হলো- (উচ্চতর দৰতা)
i. জলবায়ুর বিশেষ প্রভাব ii. এখানকার উর্বর মাটি
iii. এখানকার ঋতুবৈচিত্র্য
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৯ ও ৬০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার। অনেক সময় প্রাকৃতিক খামখেয়ালিপনায় এদেশের মানুষের ধ্যানধারণা ও বিশ্বাসে পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষ নিজস্ব চিন্তন দৰতায় পরমশক্তিতে বিশ্বাস ধরে বেঁচে আছে আর মানবতাবাদকে লালন করছে তাদের জীবনাচরণে।

৫৯. অনুচ্ছেদে বাঙালি সংস্কৃতির কোন প্রভাব গুরবত্ব পেয়েছে? (প্রয়োগ)
ক শিৰার খ নদনদীর ● ধর্মের ঘ ঐতিহ্যের

৬০. ধর্মীয় মনোভাব সৃষ্টি করে- (উচ্চতর দৰতা)
i. মানুষের জন্য ভালোবাসা ii. মানুষে মানুষে সম্প্রীতি
iii. মানুষে মানুষে বিবেদ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ-৫ : বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধরন ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৫১

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬১. সংস্কৃতি নির্মাণে কোনটি বিশেষ ভূমিকা রাখে? (জ্ঞান)
ক সমুদ্র খ আকাশ ● ভৌগোলিক পরিবেশ ঘ রাস্তাঘাট

৬২. সংস্কৃতি কোন ধরনে বিষয়? (জ্ঞান)
ক স্থায়ী খ অস্থায়ী গ স্থির ● পরিবর্তনশীল

৬৩. এক দেশের সংস্কৃতির সাথে অন্য দেশের সংস্কৃতির কীরূ প সম্পর্ক রয়েছে? (অনুধাবন)
ক সমতার ● ভিন্নতার গ সহযোগিতার ঘ নির্ভরযোগ্যতার

৬৪. বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে কোনটির প্রাধান্য বেশি? (অনুধাবন)
ক শহুরে সংস্কৃতির খ মিশ্র সংস্কৃতির
● গ্রামীণ সংস্কৃতির ঘ নগর সংস্কৃতির

৬৫. গ্রামীণ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য কোনটি? (জ্ঞান)
ক দালানকোঠা খ মঞ্চনাটক গ কলের গাড়ি ● ভাওয়াইয়া গান

৬৬. বিশ্বায়নের প্রাধান্য বেশি কোন সংস্কৃতিতে? (জ্ঞান)
● শহুরে খ গ্রামীণ গ নগরে ঘ বাজারে

৬৭. পেশাগত যান্ত্রিক জীবন গড়ে তুলেছে কোন সংস্কৃতি? (অনুধাবন)
ক গ্রামীণ ● শহুরে গ আন্তর্জাতিক ঘ নদীভিত্তিক

৬৮. বাঙালি সংস্কৃতির প্রধান খাদ্য কী? (জ্ঞান)
ক বার্গার খ চিকেন ● ভাত-মাছ ঘ স্যান্ডউইচ

৬৯. নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের প্রভাব লৰ করা যায় কীসে? (অনুধাবন)
ক মাছ ধরায় খ ফসল উৎপাদনে গ মাটি কাটায় ● উৎসব-পার্বণে

৭০. রাশেদদের এলাকায় পালাগানের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানটি কোন সংস্কৃতির উদাহরণ? (প্রয়োগ)
ক আকাশ সংস্কৃতি ● গ্রামীণ সংস্কৃতি
গ উপজাতীয় সংস্কৃতি ঘ আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি

৭১. "নানাবরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ
জগৎ ভরমিয়া দেখি সবই একই মায়ের পুত।" চরণটিতে ফুটে উঠেছে কোনটি? (উচ্চতর দৰতা)
● মানবতা খ মমতা গ সম্প্রীতি ঘ ভালোবাসা

৭২. আমাদের বাংলাভাষা বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর শব্দ সম্ভারের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। এটি বাংলাদেশের কোন ধরনের সংস্কৃতি? (প্রয়োগ)
● ভাষিক সংস্কৃতি খ ধর্মীয় সংস্কৃতি গ গ্রামীণ সংস্কৃতি ঘ শহুরে সংস্কৃতি

৭৩. আমাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে কারা? (অনুধাবন)
ক ইউরোপিয়রা খ আরবরা ● ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা ঘ আফ্রিকানরা

৭৪. ওয়ানগালা কাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব? (জ্ঞান)
ক সাঁওতাল খ মারমা গ চাকমা ● গারো

৭৫. ত্রিপুরাদের সাংস্কৃতিক উৎসবের নাম কী? (জ্ঞান)
ক পানিখেলা খ ঝুমুর নৃত্য ● বোতল নৃত্য ঘ সোহরাই

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭৬. যেসব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সংস্কৃতি চর্চা হতে পারে— (অনুধাবন)
i. পেশা ii. উৎপাদন পদ্ধতি
iii. ধর্ম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৭. আধুনিককালেও গ্রামের অনন্যতা বজায় রেখেছে— (প্রয়োগ)
i. পালাগান ii. যাত্রাগান iii. টিভি নাটক
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৮. সংস্কৃতির পার্থক্য লৰ করা যায়— (উচ্চতর দৰতা)
i. পোশাক-পরিচ্ছদে ii. চিন্তা-ভাবনায়
iii. আবহাওয়ায়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৯. যেসব ভাষা পরিবার মিলে আমাদের শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে তা হলো— (অনুধাবন)
i. অস্ট্রিক ii. গ্রিক iii. ইন্দো-ইউরোপীয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮০. সংস্কৃতি প্রতিনিয়ত যেমন হচ্ছে— (অনুধাবন)
i. গ্রহণ ii. বর্জন iii. পরিমার্জন ও পরিবর্ধন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৮১. কৃষির কথা থাকত— (উচ্চতর দৰতা)
i. রাখালিয়া ও মুর্শিদি গানে ii. জারি ও সারিগানে
iii. সিনেমা ও পলিগানে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮২ ও ৮৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
পূর্ণিমা ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। তাদের স্কুলে পাঠদান মাল্টিমিডিয়া পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। এতে পড়াশোনা তার মনে থাকে সহজে। বাড়ি এসে সে কম্পিউটারে নেট চালায় এবং বিদ্যালয়ের পাঠদান কম্পিউটারেই সম্পাদন করে।

৮২. অনুচ্ছেদে উলিৱখিত বিষয় কোন সংস্কৃতিকে নির্দেশ করে? (প্রয়োগ)
ক গ্রামীণ সংস্কৃতি খ কৃষি সংস্কৃতি ● শহুরে সংস্কৃতি ঘ নদীভিত্তিক সংস্কৃতি

৮৩. বিশ্বায়নের বেত্রে শহুরে সংস্কৃতির যে উপাদানগুলো প্রভাব ফেলে তাহলো— (উচ্চতর দৰতা)
i. কম্পিউটার ii. যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা iii. যানবাহন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ পাঠ-৬ : ব্যক্তি ও গোষ্ঠীজীবনে বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রভাব ➠ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা-৫২

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮৪. ব্যক্তি ও গোষ্ঠীজীবনে কোনটির প্রভাব বেশি? (জ্ঞান)
ক রাজনীতি খ অর্থনীতি ● সংস্কৃতি ঘ জলবায়ু

৮৫. সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে কী অর্জনের স্পৃহা জাগায়? (অনুধাবন)
● জ্ঞান খ খেলাধুলা গ হিংসা ঘ পরনিন্দা

৮৬. সামাজিক ঐক্য সুদৃঢ় হয় কীসের মাধ্যমে? (জ্ঞান)
ক খেলাধুলা খ ঝগড়া-বিবাদে ● ধর্মীয় উৎসবে গ গান-বাজনায়

৮৭. মানুষকে রবচিশীল ও মার্জিত করে কোনটি? (জ্ঞান)
ক অর্থনীতি খ রাজনীতি গ ৰমতা ● সংস্কৃতি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮৮. বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রথা অনুযায়ী ছেলেমেয়েরা বাবা-মায়ের প্রতি— (প্রয়োগ)
i. সম্মান ii. দায়িত্ব পালন করে iii. সেবা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৮৯. বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে বিয়ে একটি— (অনুধাবন)
i. পারিবারিক অনুষ্ঠান ii. রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান
iii. সামাজিক অনুষ্ঠান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯০ ও ৯১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
আজ আফজালের বড় ভাইয়ের বিয়ে। বিয়ের মাধ্যমে তাদের দুই পরিবারের মধ্যে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়। সৃষ্টির বিকাশ পরিবার থেকেই শুরব হয়।

৯০. অনুচ্ছেদের আলোচিত বিয়ের মাধ্যমে কোনটি হয়? (প্রয়োগ)
● বন্ধন দৃঢ় হয় খ পরিবার ভেঙ্গে যায়
গ সম্পর্ক নষ্ট হয় ঘ অমঙ্গল হয়

৯১. বিয়ের মাধ্যমে পরিবার গঠনের ফলাফল— (উচ্চতর দৰতা)
i. আত্মীয়তার সম্পর্ক সৃষ্টি হয় ii. সামাজিক বন্ধন তৈরি হয়
iii. বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন- ১ সংস্কৃতির ধারণা

আবির সাহেব রূ পনগরের একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তার চিন্তা-ভাবনা, কল্পনা, আচার-আচরণ, অভ্যাস, বিশ্বাস প্রভৃতির মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। পাশাপাশি তিনি তার ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র,

পোশাক–পরিচ্ছদেও নান্দনিকতার পরিচয় দেন। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে আবির সাহেব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

ক. কী ভেদে সংস্কৃতির প্রভাবের পার্থক্য রয়েছে? ১
খ. ব্যক্তি ও গোষ্ঠীজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আবির সাহেবের মধ্যে পাঠ্যবইয়ের কোন ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত বিষয়টি সর্বদা পরিবর্তনশীল? যুক্তি দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশ ও সমাজ ভেদে সংস্কৃতির প্রভাবের পার্থক্য রয়েছে।

খ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীজীবনে সংস্কৃতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে বিশ্বাস, ধারণা, আদর্শ ও মূল্যবোধ জগিয়ে তোলে এবং ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। সংস্কৃতি গোষ্ঠীজীবনের স্বার্থে পারস্পরিক সুসংহত ও সুশৃঙ্খল করে তোলে। সংস্কৃতি ব্যক্তিকে রবচিশীল ও মার্জিত করে। ব্যক্তির বিকাশকে সহজ করে।

গ আবির সাহেবের মধ্যে পাঠ্যবইয়ের সংস্কৃতির ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজে বসবাস করতে গিয়ে মানুষ যে সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে তাকেই সংস্কৃতি বলা হয়। আর মানুষ হচ্ছে সংস্কৃতি সৃজনকারী প্রাণী। একজন ব্যক্তি তার জীবনে যা কিছু করে সবই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সংস্কৃতি হলো আমাদের গোটা জীবনধারা। মূলত মানুষের চিন্তা–ভাবনা, কল্পনা, আচার–ব্যবহার, অভ্যাস, বিশ্বাস ইত্যাদিকে বোঝানোর জন্য সংস্কৃতি প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়। প্রকৃতপবে মানুষের অন্তর্গত এবং বহির্জগতের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করাই সংস্কৃতির কাজ। উদ্দীপকেও দেখা যায়, আবির সাহেবের চিন্তা–ভাবনা, কল্পনা, আচার–আচরণ, অভ্যাস, বিশ্বাস প্রভৃতির মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। আবির সাহেবের এই ব্যক্তিত্বই সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ। অতএব, উদ্দীপকে আবির সাহেবের ব্যক্তিত্ব পাঠ্যবইয়ের সংস্কৃতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি উক্ত বিষয় অর্থাৎ সংস্কৃতি সর্বদা পরিবর্তনশীল। সংস্কৃতির মাধ্যমে মানুষের জীবনযাপনের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। মানুষ তার অস্তিত্ব রবার জন্য সমাজজীবনে কোনো উদ্দেশ্য সাধনের লব্যে যা কিছু চিন্তা ও কর্ম করে তাই তার সংস্কৃতি। উদ্দীপকের আবির সাহেবের চিন্তা–ভাবনা, আচার–আচরণ, অভ্যাস, বিশ্বাস প্রভৃতির মাধ্যমে তার সংস্কৃতির পাওয়া যায়। এছাড়াও তিনি ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, পোশাক–পরিচ্ছদেও আধুনিক। তিনি যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলেন। যুগের সাথে তার এ তাল মিলিয়ে চলা পরিবর্তনশীল সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ। তদ্রবপ মানুষ যখন লিখতে শিখল তখন পাথরে খোদাই করে কিংবা গাছের ডালে বা পাতায় লিখত। তারপর কাগজ আবিষ্কৃত হলে কালিতে পাখির পালক ডুবিয়ে লিখত। এভাবে আস্তে আস্তে মানুষ কাগজের ওপর লিখতে শুরব করল। এরপর মানুষ টাইপ রাইটার আবিষ্কার করে তার মাধ্যমে লেখা শুরব করল এবং সর্বশেষ কম্পিউটার আবিষ্কার করল। মানুষ যে লেখার বিভিন্ন মাধ্যম আবিষ্কার করল এগুলো সবই সংস্কৃতির একটি অংশ। উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, যুগে যুগে মানুষের চিন্তা–ভাবনা, রবচিবোধ, অভ্যাস প্রভৃতির পরিবর্তনের মাধ্যমে সংস্কৃতিরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়, সংস্কৃতি সর্বদা পরিবর্তনশীল।

প্রশ্ন– ২ বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপাদান

জোলেখা আমেরিকার নাগরিক। ফেসবুকে পরিচয়সূত্রে সে তালহার বন্ধু হয়েছে। তালহার আমন্ত্রণে সে তাদের বাড়িতে বেড়াতে আসে। সে দেখল, তালহাদের বাড়িতে পুরবষরা পায়জামা, পাঞ্জাবি, লুঙ্গি পরে আর মেয়েরা শাড়ি, বরাউজ পরে। জোসেফকে আপ্যায়নের জন্য পুকুর থেকে বড় মাছ, পোষা মুরগি আর খেতের ডাল রান্না করেন। আবার জোসেফকে যে ঘরটিতে থাকতে দেওয়া হয় সেটি ছিল টিনের তৈরি। জোসেফ লব করল, তালহার পরিবারের সকলের মধ্যে আদর্শ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা অত্যন্ত প্রখর।

ক. সামাজিক সম্পর্ক দৃঢ় করে কোনটি? ১
খ. বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতির বর্ণনা দাও। ২
গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের সংস্কৃতির কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উক্ত দিকটি কোনোভাবেই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়"– তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? তোমার মতের স্বপবে যুক্তি দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক সম্পর্ক দৃঢ় করে কল্যাণকর সংস্কৃতি।

খ বাংলাদেশের সংস্কৃতি বলতে মূলত গ্রামীণ সংস্কৃতিকেই বোঝায়। গ্রামীণ ভৌগোলিক পরিবেশ, পুকুর, খালবিল, নদীনালা, বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ, পাহাড়–পর্বত গ্রামীণ সংস্কৃতিকে করেছে সমৃদ্ধ। এদেশের উর্বর মাটিতে কৃষক ফসল ফলায়, নদীনালা, খালবিল কৃষি উৎপাদনে সহায়তা করে। কৃষি, মৎস্য চাষ, নৌকাচালানো ইত্যাদি পেশা গ্রামের সংস্কৃতি নির্মাণে ভূমিকা রাখে। ভাত, মাছ গ্রামের প্রধান খাবার। উৎসব–পার্বণে বিভিন্ন গান, মেলার আয়োজন গ্রামের সংস্কৃতির সমৃদ্ধ রূ প। গ্রামের মানুষ জোটবদ্ধ হয়ে সমাজে বসবাস করে যা তাদের মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতির সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপাদানগত দিকটি ফুটে উঠেছে। সংস্কৃতির দুটি উপাদান রয়েছে। একটি বস্তুগত সংস্কৃতি ও অন্যটি অবস্তুগত সংস্কৃতি। বস্তুগত সংস্কৃতি হলো যেগুলো আমরা চোখে দেখতে পারি। আর অবস্তুগত সংস্কৃতি হলো যা আমরা চোখে দেখতে পাই না। সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানসমূহ হচ্ছে– বিভিন্ন ধরনের ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, পোশাক, যানবাহন, খাবার, চাষাবাদের উপকরণ, বইপত্র ইত্যাদি। আবার সংস্কৃতির অবস্তুগত উপাদানসমূহ হচ্ছে– সামগ্রিক জ্ঞান, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস ও নীতিবোধ, ভাষা সাহিত্য, আদর্শ ও মূল্যবোধ ইত্যাদি। উদ্দীপকেও লব করা যায় যে, তালহাদের বাড়িতে পুরবষরা পাজামা–পাঞ্জাবি, লুঙ্গি পরে এবং মেয়েরা শাড়ি, বরাউজ পরে। এগুলো হলো বস্তুগত সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত, তালহাদের পরিবারের সকলের মধ্যে আদর্শ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রভাব লব করা যায়। এগুলো হলো অবস্তুগত সংস্কৃতি। অতএব উদ্দীপকের তালহা ও তার পরিবারের সকলের পোশাক–পরিচ্ছদ এবং তাদের মধ্যকার আদর্শ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উপাদানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো কোনোভাবেই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়– এ বক্তব্যের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। বাংলাদেশে দুই ধরনের সাংস্কৃতিক উপাদান রয়েছে। একটি বস্তুগত ও অন্যটি অবস্তুগত। বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদান দুটি একে অপরের সাথে গভীর সম্পর্কে জড়িত। তেমনি উদ্দীপকেও তালহাদের পরিবারের সকল সদস্য নিজেদের ঐতিহ্যগত পোশাক–পরিচ্ছন্ন ব্যবহার করে। তাছাড়া বাড়িতে আত্মীয় এলে পুকুরের বড় মাছ, খেতের ডাল প্রভৃতি দিয়ে আপ্যায়ন করায়। আবার তালহাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার উপস্থিতি লব করা যায়। এসবকিছুই বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্নতারই বহিঃপ্রকাশ। তদ্রবপ নকশি কাঁথা বাংলাদেশের সংস্কৃতির একটি বস্তুগত উপাদান। এর মধ্যে যখন ফুল–পাতা, হাতি–ঘোড়া বা অন্য কোনো দৃশ্য সেলাই করা হয়, তখন তা হয়ে ওঠে এদেশের নারী মনের চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। তাই জোরালোভাবে বলা

যায়, বাংলাদেশের সংস্কৃতির বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদানসমূহ কোনোভাবেই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

প্রশ্ন– ৩ ▸▸ বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূ প ও বৈশিষ্ট্য

চরণ–১ : নানাবরণ গভীরে ভাই একই বরণ দুধ/
জগৎ ভরমিয়া দেখি সবই একই মায়ের পুত।
চরণ–২ : এক বৃন্তে দুটি ফুল হিন্দু–মুসলমান/
মুসলিম তার নয়নের মণি, হিন্দু তার প্রাণ।

ক. কীসের মাধ্যমে দুটি পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়? ১
খ. বাঙালি সংস্কৃতিতে খাদ্যের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. প্রদত্ত চরণ দুটি দ্বারা বাংলাদেশের সংস্কৃতির কোন দিকটি উপস্থাপিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত দিকটি উপস্থাপিত করতে চরণ দুটি কতটুকু সার্থক বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিয়ের মাধ্যমে দুটি পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

খ খাদ্য যে কোনো সংস্কৃতির একটি অন্যতম বিষয়। খাদ্যের দিক হতে বাঙালি সংস্কৃতি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বহন করছে। মাছ–ভাতই বাঙালি সংস্কৃতির প্রধান খাবার। পাশাপাশি শাক, সবজি, ডাল খাবারেও বাঙালি অভ্যস্ত। বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস বাঙালির খাদ্যাভ্যাসেও ভিন্নতা এনে দিয়েছে। এছাড়াও এদেশে রয়েছে অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বসবাস যাদের খাদ্যের ধরন ও প্রকারভেদে বৈচিত্র্য রয়েছে।

গ প্রদত্ত চরণ দুটি দ্বারা বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূ প ও বৈশিষ্ট্যের দিকটি উপস্থাপিত হয়েছে। মানুষ প্রধানত সামাজিক ঐতিহ্য বা সংস্কৃতি দ্বারা পরিচালিত। তবে সমাজ ও সংস্কৃতি মানুষের জীবনধারণের ওপর নির্ভর করে। জনগোষ্ঠীর ঘর–বাড়ির ধরন, পোশাক–পরিচ্ছদের বিবরণ, খাদ্যাভ্যাস, অর্থব্যবস্থা, ভাষা, ধর্ম, রাজনীতি, আচার–অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষের জীবনধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায়। তবে বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। তাই গ্রামীণ মানুষের জীবনধারণ পদ্ধতি গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। তাছাড়া বাংলাদেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী ও ধর্মের মানুষ বসবাস করে। তাদের জীবনধারণ পদ্ধতি ও সংস্কৃতি আলাদা রকমের। তেমনি উদ্দীপকে চরণ দুটিতে দেখা যায়, বাংলাদেশে নানা জাতের নানা ধর্মের মানুষ বসবাস করলেও তাদের মধ্যে সহমর্মিতা ও সম্প্রীতির বন্ধন অটুট। তাদের মধ্যে নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য থাকলেও তারা মূলত বাঙালি সংস্কৃতিকেই বুকে ধারণ করে। সর্বোপরি উদ্দীপকের চরণ দুটি যে বাঙালি সংস্কৃতিকেই উপস্থাপন করেছে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

ঘ বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূ প ও বৈশিষ্ট্যের দিকটি উপস্থাপন করতে চরণ দুটি সম্পূর্ণ স্বার্থক নয় বলে আমি মনে করি। কারণ বাংলাদেশের নানা জাতের মানুষ ও তাদের সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য। এদেশের প্রাচীন পেশা কৃষি হওয়ায় কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে মানুষের আচার–আচরণ, সংগীত, নৃত্য, ঘরবাড়িসহ সংস্কৃতির সকল দিক। তদ্রূপ উদ্দীপকের চরণ দুটিতেও বলা হয়েছে, বাংলাদেশে নানান জাতের ও ধর্মের মানুষ বসবাস করলেও তাদের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বিদ্যমান। হিন্দু–মুসলিম সকলেই একে অপরের সহযোগিতায় আন্তরিকতার পরিচয় দেয়। ধর্মীয় সংস্কৃতির পাশাপাশি সবাই একই বাঙালি সংস্কৃতিকে অন্তরে লালন করে। তবে বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে যে সুরটি প্রধান সেটিকে বলা হয় মানবতাবাদ। অর্থাৎ মানুষের জন্য ভালোবাসা, মানুষে মানুষে সম্প্রীতি। অতএব, উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূ প ও বৈশিষ্ট্যের দিকটি উপস্থাপন করার জন্য উক্ত চরণ দুটি যথাযথ নয়। এছাড়াও কৃষি ব্যবস্থা, পোশাক–পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, শিৰাব্যবস্থা, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, শ্রেণি কাঠামো প্রভৃতি সবকিছুই বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে বহন করে। তাই আমি মনে করি উলিৱখিত চরণ দুটিতে আংশিকভাবে বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূ প বা বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন– ৪ ▸▸ বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধরন

রিপা শহর থেকে গ্রামে তার দাদার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছে। সে লৰ করল গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতেই নতুন চালের গুড়া দিয়ে তৈরি পিঠা, পায়েস, মোয়া, মুড়ি ইত্যাদি তৈরির ধুম পড়েছে। কয়দিন পর রিপার জন্মদিন হওয়ায় সে মাত্র কয়েকটা দিন থেকেই চাচাতো বোন রিমাকে নিয়ে শহরে ফিরল। রিমা রিপার জন্মদিনের আয়োজন তথা, বড় কেক, মোমবাতি, আতসবাজি, অনেক অতিথি, বিভিন্ন ধরনের খাবার, নাচ, গান প্রভৃতি সব জমকালো আয়োজন দেখে অবাক হলো।

ক. কোনটি অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের ও সমাজের কল্যাণ সাধন করতে পারে? ১
খ. 'বাঙালি সংস্কৃতির মর্মকথা হলো মানবতাবাদ'– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে রিপা ও রিমার দেখা দুটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংস্কৃতির কোন বিষয়টির ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মূল পাঠের আলোকে উক্ত বিষয়টির তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিৰা অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের ও সমাজের কল্যাণ সাধন করতে পারে।

খ এদেশের সংস্কৃতি যেমন সমৃদ্ধ তেমনি রয়েছে ভাঙ্গা গড়ার খামখেয়ালিপনা। প্রকৃতির বিরূ প আচরণে কখনো বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় এদেশের সব ধর্মবিশ্বাসের মানুষকে পরমশক্তির প্রতি আকৃষ্ট ও বিশ্বস্ত রেখেছে। সব ধর্মের মানুষ তার নিজ নিজ বিশ্বাস থেকে এ সাধনা করছে। এ সাধনার মধ্যে আলরাহ ও ঈশ্বরের কথা যেমন আছে তেমনি রয়েছে মানুষের কথা। অর্থাৎ মানুষের জন্য ভালোবাসা, মানুষে মানুষে সম্প্রীতি। তাই ধর্মমত নির্বিশেষে অনাদিকাল হতে মানবতাবাদ এদেশের সংস্কৃতির প্রধান সুর হিসেবে বিবেচিত হয়।

গ উদ্দীপকে রিপা ও রিমার দেখা দুটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধরনের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বাংলাদেশে সংস্কৃতি মূলত দুই ধরনের। যথা : গ্রামীণ ও নগর সংস্কৃতি। বাংলাদেশের সংস্কৃতি বলতে মূলত গ্রামীণ সংস্কৃতিকেই বোঝায়। আমাদের শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ গ্রামকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। এছাড়াও গ্রামের বিভিন্ন ধরনের উৎসব যেমন : নবান্ন উৎসবে নতুন চাল দিয়ে তৈরি গুড়ের পায়েস, পিঠা, মোয়া–মুড়ি এসবই গ্রামীণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে। আবার নগর সংস্কৃতি হলো মানুষের জীবনযাপন ধারা বা প্রণালি। শহরের বিভিন্ন আচার–অনুষ্ঠান, ধর্মীয় উৎসব এসব কিছুই শহুরে সংস্কৃতির অন্তর্গত। তেমনিভাবে উদ্দীপকেও দেখা যায়, রিমার গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতে নতুন চালের গুড়া দিয়ে পায়েস, পিঠা ও মোয়া–মুড়ি তৈরির ভিড় লেগে যায়। আবার শহরে গিয়ে রিমা রিপার জন্মদিনের অনুষ্ঠান পালন করা দেখে আশ্চর্য হয়। এখানেও গ্রাম ও শহরের সংস্কৃতি ফুটে উঠেছে। অতএব, রিপার শহর ও রিমার গ্রামের নানা ধরনের অনুষ্ঠান ও উৎসব পালন পাঠ্যবইয়ে আলোচিত বাংলাদেশের গ্রামীণ ও নগর সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ।

ঘ সংস্কৃতি মানুষের সার্বিক জীবন প্রণালি। বাংলাদেশের নানারকম সংস্কৃতি বিদ্যমান। এর মধ্যে পরিবেশ ভেদে সংস্কৃতিকে গ্রামীণ সংস্কৃতি ও নগর সংস্কৃতি এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। গ্রামীণ সংস্কৃতি মূলত গ্রামকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। আর নগর সংস্কৃতি হলো নগরের মানুষের জীবনযাপন ধারা বা প্রণালি। উদ্দীপকেও দেখা যায় যে, রিপা ও রিমা চরিত্রের মাধ্যমে গ্রাম ও শহরের সংস্কৃতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। গ্রামের মানুষের মধ্যে সুখে–দুঃখে, হাসি–কান্নায় একটা আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে যা নগরজীবনে দেখা যায় না। গ্রামের মানুষেরা সকল চিন্তা ও কাজে অনুকরণ ও অনুসরণ করে শহর তথা নগরবাসীকে। এভাবে শহুরে সংস্কৃতি বিৰিপ্তভাবে বিচ্ছুরিত হয় গ্রামীণ জীবনে। আবার শহরের মানুষের ধর্ম, আচার–অনুষ্ঠান, চিন্তাভাবনা, পোশাক–পরিচ্ছদ, চাল–চলন অন্যরকম। উপরের আলোচনা

থেকে স্পষ্ট বলা যায় যে, বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতি ও নগর সংস্কৃতি সম্পূর্ণ অভিন্ন নয়। এদের মধ্যে তুলনামূলক বেশ পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রশ্ন– ৫ ▸▸ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীজীবনে বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রভাব

সজিবের বাবা একজন কৃষক। সে তার পরিবার থেকে অভ্যাস, রুচিবোধ রপ্ত করেছে। সজিব সর্বদা তার মা–বাবা ও বড়দের সম্মান দেখায়। সে স্থানীয় সেবাসংঘের সদস্য হিসেবে সামাজিক ও ধর্মীয় নানা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করে। গোষ্ঠীজীবনের স্বার্থে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও নির্ভরশীলতার মাধ্যমে সমাজকে সুসংহত ও সুশৃঙ্খল করে তোলাই সেবাসংঘের সদস্যদের লক্ষ্য।

ক. সংস্কৃতি ব্যক্তিকে কী হতে সাহায্য করে? ১
খ. বাংলাদেশের মানুষের পেশাগত বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে সজিবের ক্ষেত্রে কীসের প্রভাব লক্ষণীয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "সমাজজীবনে উক্ত বিষয়টির প্রভাব অত্যন্ত বেশি"– তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? যুক্তি দাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংস্কৃতি ব্যক্তিকে রুচিশীল ও মার্জিত হতে সাহায্য করে।

খ বাংলাদেশের ভূমি উর্বর যা এদেশের মানুষকে কৃষিকাজে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই প্রাচীনকাল হতে এদেশের মানুষের প্রধান পেশা কৃষি। এছাড়াও মাটিভিত্তিক বিভিন্ন পেশা যেমন মাটি দিয়ে হাড়ি, তৈজসপত্র, নিত্যব্যবহার্য জিনিস এবং মাটির তৈরি ঘরবাড়ি ইত্যাদি পেশাগত বৈচিত্র্য দেখা যায়। নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় এদেশে জেলে, মাঝি ও নৌকা বানানোর কারিগর ইত্যাদি পেশা গড়ে উঠেছে। কৃষক, মাঝি ও জেলে ছাড়াও আরো রয়েছে তাঁতি, কামার, কুমার, নাপিতসহ অসংখ্য পেশা যা এদেশের মানুষের পেশাগত বৈচিত্র্যের পরিচায়ক।

গ উদ্দীপকে সজিবের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষণীয়। ব্যক্তিজীবনে সংস্কৃতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে বিশ্বাস, ধারণা, আদর্শ নিয়ন্ত্রণ করে। সংস্কৃতি ব্যক্তিতে রুচিশীল ও মার্জিত করে এবং ব্যক্তির বিকাশকে সহজ করে। শিক্ষা সংস্কৃতির অংশ বলে সংস্কৃতি ব্যক্তির মধ্যে জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা জাগায়। শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের ও সমাজের কল্যাণ সাধন করে। তদ্রূপ উদ্দীপকেও দেখা যায় যে, সজিব একটি কৃষি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এই পরিবার থেকেই অভ্যাস, রুচিবোধের শিক্ষা অর্জন করেছে। এছাড়াও সে তার বাবা–মাকে সবসময় সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। সে বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এবং নানাভাবে সহযোগিতা করে। অতএব, উদ্দীপকের সজিবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পাঠ্যবইয়ে আলোচিত ব্যক্তি জীবনে সংস্কৃতির প্রভাবেরই বহিঃপ্রকাশ।

ঘ সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব অত্যন্ত বেশি– এ বক্তব্যের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। এদেশের ব্যক্তি ও সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব অপরিসীম। যেমন : সংস্কৃতির প্রথা ও রীতি অনুযায়ী সন্তান তার বাবা–মার প্রতি সম্মান দেখায় ও দায়িত্ব পালন করে। যদি তা না করা হয় তাহলে সমাজ নিন্দা জানায়। এটি আমাদের সমাজের প্রত্যাশিত সংস্কৃতি। উদ্দীপকের সজিবও একটি সেবাসংঘের সদস্য এবং সে বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও গোষ্ঠী বা সমাজজীবনের স্বার্থে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও নির্ভরশীলতার মাধ্যমে সমাজকে সুসংহত ও সুশৃঙ্খল করে তোলে। তার এসব কর্মকাণ্ডে সংস্কৃতির প্রভাব বিদ্যমান। এভাবেই আমাদের সংস্কৃতি এদেশের মানুষের ব্যক্তিগত আচার–আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং দিক–নির্দেশনা দেয়। এছাড়াও আমাদের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের মধ্য দিয়ে সামাজিক ঐক্যও সুদৃঢ় হয়। আবার বাংলাদেশের বিয়ের অনুষ্ঠানে যে সামাজিক বন্ধন তৈরি হয় সেখানেও সংস্কৃতি, সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষণীয়। অতএব, উপরোক্ত আলোচনা থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, বাংলাদেশের সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব অপরিসীম।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন– ৬ ▸▸ সংস্কৃতি ও তার উপাদান

মানুষের জ্ঞান, বিশ্বাস, ভাষা, খাওয়া–দাওয়া, আচার–আচরণ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সবকিছুই একটি প্রত্যয়ভুক্ত। এ বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুমাইয়া বলল, সমাজের সদস্য হিসেবে আমরা প্রত্যেকেই এ প্রত্যয়টি অর্জন করে থাকি। অপর একটি মন্তব্যে তার বন্ধু মীম বলল, অনেকগুলো উপাদান প্রত্যয়টিতে বিদ্যমান।

ক. ব্যক্তি ও গোষ্ঠীজীবনে প্রভাব বিস্তার করে কোনটি? ১
খ. বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়টির ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত বিষয়টির উপাদানসমূহ মূল পাঠের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংস্কৃতি ব্যক্তি ও গোষ্ঠীজীবনে প্রভাব বিস্তার করে।

খ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, ধর্মীয় আচার–আচরণ, খাদ্যাভ্যাস এদেশের সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে। এদেশের মাটিনির্ভর বিভিন্ন সংস্কৃতি, নদনদীর নৈকট্য, বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর আগমন এবং প্রাকৃতিক ঋতুবৈচিত্র্যের কারণে মূলত এদেশের সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে। পেশাজীবিদের পেশার ভিন্নতা, বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণ এদেশের সংস্কৃতিতে ভিন্নতা এনে দিয়েছে। এছাড়াও এদেশের রয়েছে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বসবাস যাদের রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি যা বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্যতা এনে দিয়েছে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ সংস্কৃতি ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ সংস্কৃতির উপাদানসমূহ আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ৭ ▸▸ সংস্কৃতির ধরন

রাব্বি তার স্কুলের শীতকালীন ছুটিতে শহর থেকে গ্রামের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে দেখতে পেল, রৌদ্রস্নাত শীতের সকালে খেজুরের রস আর বাড়ি বাড়ি ভাপা পিঠার আমেজ। কৃষকের মুখে হাসির প্রতিচ্ছবি যা নতুন ফসল ওঠার আনন্দকে বাড়িয়ে দিয়েছে। তাছাড়া সে নতুন ধানের নবান্ন উৎসবের অনুষ্ঠানগুলোও লক্ষ করল। সবমিলেই যেন শহর আর গ্রামের জীবনধারা ভিন্ন ধারায় প্রবাহমান।

ক. বাংলাদেশে প্রধানত কয়টি ধর্মের লোক বাস করে? ১
খ. সংস্কৃতির বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদানের পারস্পরিক সম্পৃক্ততা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের সংস্কৃতির কোন ধরনটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সমাজজীবনে উক্ত ধরনটির সাথে অন্যান্য ধরনের তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে প্রধানত চারটি ধর্মের লোক বাস করে।

খ সংস্কৃতির বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদানসমূহ পরস্পর থেকে আলাদা নয় বরং সম্পর্কযুক্ত। সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানসমূহের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির অবস্তুগত উপাদানসমূহের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন : নকশি কাঁথা একটি বস্তুগত উপাদান কিন্তু যখন এর মধ্যে ফুল–পাতা, হাতি–ঘোড়া বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কন করা হয় তখন তা হয়ে ওঠে ঐ শিল্পীর চিন্তার বহিঃপ্রকাশ যা সংস্কৃতির অবস্তুগত উপাদান। তাই বলা যায়, সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির অবস্তুগত উপাদানের পরিচয় পাওয়া যায় যা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ সংস্কৃতির ধরন ব্যাখ্যা কর।

ঘ সংস্কৃতির ধরনসমূহের তুলনামূলক বিশেৱষণ কর।

নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ সংস্কৃতি কাকে বলে?
উত্তর : মানুষের জীবনধারাকে সংসৃকতি বলে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ সংস্কৃতি কয় প্রকার?
উত্তর : সংস্কৃতি ২ প্রকার। যথা : বস্তুগত ও অবস্তুগত।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ সংস্কৃতিতে কী ফুটে উঠে?
উত্তর : সংস্কৃতিতে মানুষের জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ মানুষ খাদ্য গ্রহণ করে কেন?
উত্তর : বেঁচে থাকার জন্য।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ বস্তুগত সংস্কৃতি কাকে বলে?
উত্তর : সংস্কৃতির যেসব উপাদান খালি চোখে দেখা যায় ও ধরা যায় তাদেরকে বস্তুগত সংস্কৃতি বলে।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ নকশিকাঁথা সংস্কৃতির কোন ধরনের উপার্জন?
উত্তর : নকশিকাঁথা সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদান।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ ধর্মীয় মূল্যবোধ ও বিশ্বাস কোন ধরনের সাংস্কৃতিক উপাদান?
উত্তর : অবস্তুগত উপাদান।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ বাংলাদেশের ভূমির প্রকৃতি কেমন?
উত্তর : বাংলাদেশের ভূমি উর্বর।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ বাংলাদেশে কোন সংস্কৃতির প্রভাব বেশি?
উত্তর : বাংলাদেশে গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রভাব বেশি।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ কোনটি এদেশের মানুষকে কৃষিজীবী হতে উৎসাহিত করেছে?
উত্তর : উর্বর ভূমি এদেশের মানুষকে কৃষিজীবী হতে উৎসাহিত করেছে।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কোনটির ব্যবহার বেশি?
উত্তর : আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মাটির ব্যবহার বেশি।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ পোড়ামাটির ফলক আমাদের কীসের অংশ?
উত্তর : পোড়ামাটির ফলক আমাদের কৃষ্টির অংশ।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ নদী–নালার নৈকট্যের কারণে কোন কোন পেশা গড়ে উঠেছে?
উত্তর : মাঝি, জেলে ও নৌকা বানানোর পেশা গড়ে উঠেছে।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ কীসের মাধ্যমে নদী আর নদীর ওপর নির্ভরশীল মানুষের জীবন উঠে আসে?
উত্তর : ভাটিয়ালি ও সারি গানে।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ কয়টি বড় ভাষাগোষ্ঠী তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে এদেশে আসে?
উত্তর : তিনটি ভাষাগোষ্ঠীর লোক।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ সংস্কৃতির ধারণা ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : ইংরেজি Culture শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো সংস্কৃতি। কোনো একটি স্থানের মানুষের বহুকাল ধরে চলে আসা স্থির ও পরিবর্তনশীল জীবনাচরণের প্রকৃতিই হলো সংস্কৃতি। মানুষ তার অস্তিত্ব রৰার্থে খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরব করে জীবনধারণের যত উপায় অবলম্বন করে তার প্রকাশই হলো সংস্কৃতি। মানুষের ভাষা, আচার–আচরণ, ধর্মীয় প্রথা ইত্যাদি মানুষের জীবনাদর্শে ভিন্নতা আনে। তাই মানুষের জীবনযাপনের এই বৈচিত্র্য প্রতিচ্ছবিকেই সংস্কৃতি বলে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদান কী? ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : সংস্কৃতির যে সমস্ত উপাদান আমরা খালি চোখে দেখতে পারি, ধরতে পারি তাদেরকে সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদান বলে। মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন : হাড়ি–পাতিল, তৈজসপত্র ইত্যাদি বস্তুগত সংস্কৃতির উদাহরণ। একটি দেশের মানুষের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদান গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।